দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

29

কুমিল্লা ঃ রেজিস্ট্রেশনে অনিয়ম

ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিছু হয়নি

কুমিল্লা ঃ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অনিয়ম, জটিলতা ও কেলেংকারি নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কুমিল্লা বোর্ড ব্যবস্থা নিলেও এসব ঘটনার সাথে জড়িত বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

১৯৯৫ সালে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু হওয়ায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে। পরীক্ষা দেয়ার হিড়িক পড়ে যায় এবং বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ঘটে। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন, একই নম্বরে একাধিক রেজিস্ট্রেশন ফরম ও অন্যান্য কারচুপির ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২১১ জন প্রধান শিক্ষকের ১ বছরের জন্য বেতন-ভাতার সরকারি অনুদান বন্ধ এবং ফল প্রকাশের ৪ মাস পর ৪ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল বাতিল করা হয়। শিক্ষকদের ওপর শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তারা যাতে সরকারি অনুদান পেতে পারেন তার পদ্ধতিগত জটিলতা শেষ না হওয়ায় তারা এখন বেতন পাচ্ছেন না।

ছাত্রছাত্রীরা যখন নবম শ্রেণীতে ওঠে তখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য তাদের নামের তালিকা বোর্ডে পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনিয়ম বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাহায্য ছাড়া করা যায় না। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই অনিয়মের দায়ভার এককভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং বোর্ডের দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।